

সুন্নী বায়ান বা  
তোহফায়ে রমযান

লেখকঃ

মুফতী নূরুল আরাফিন রেজবী আযহারী

সুন্নী বায়ান বা  
তোহফায়ে রমযান

লেখকঃ

মুফতী নূরুল আরাফিন রেজবী আযহারী

## সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

লেখক

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

প্রচার  
yanabi.in

1

## প্রাক্কথন

মহান করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আত্মাশুদ্ধির ও তাঁর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে যে বড় নেয়ামত প্রদান করেছেন তা হল সিয়াম বা রোযা। পবিত্র রোযা ক্বিয়ামতের কঠিন দিবসে যেমন বান্দাদের শাফায়াতের ক্ষেত্রেও এক মাধ্যম হবে, অপরদিকে আবার কিছু রোযা প্রত্যাখিতও হবে। ওই সকল রোযা যা সঠিক ভাবে আদায় করা হবে তা শাফায়াতের মাধ্যম হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেকে রোযা রাখেন অথচ তা সঠিক ভাবে আদায় হচ্ছে কীনা সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ দেয় না যে কারণে অনেক সময় তা শুধুমাত্র উপোষ থাকার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এ সকলদিক মানসপটে রেখে পবিত্র রমযান শরীফে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর হলাম। এই পুস্তক পাঠ করে মুসলিম সমাজ সঠিক ভাবে রোযা আদায় করতে পারলে আমার প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আরয করি, তিনি স্বীয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওসীলায় আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও আমার নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দেন।

(আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন বে জাহে সাইয়েদিল আশিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন)

খাকপায়ে আওলিয়া

মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী

(শাবান, ১৪৩৯ হিজরী; মে, ২০১৮)

2

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার লেখনীর স্পৃহার বৃদ্ধির জন্য কেও দোয়ার দ্বারা, কেও অর্থের দ্বারা, কেও সুন্দর কথনের দ্বারা আবার কেও সমালোচনার দ্বারা সাহায্য করেছেন। সকলকে আল্লাহ পাক প্রিয় আক্বার ওসীলায় সুস্থ রাখুন। আমার লিখিত পুস্তকগুলি যাদের মেহনতে বাংলা ভাষাভাষি মানুষের নিকট সাদরে গৃহিত হয়েছে তারা হলেন রেজবী অ্যাকাডেমীর কর্ণধার আনওয়ার হোসাইন রেজবী, বাংলার সর্ববৃহৎ সুন্নী ওয়েব সাইটের পরিচালক তথা বিখ্যাত ডাক্তার মোহাম্মাদ রেজা ক্বাদেরী সাহেব এবং সুন্নী দুনিয়ার বিখ্যাত অ্যাডমিন মোহাম্মাদ জাহিরুল ইসলাম রেজবী প্রমুখ। সকলের জন্য মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আরোগ্য এবং আরও অধিক খিদমত নেওয়ার কামনা করি।

### যাদের নামে উৎসর্গ

হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সকল আশ্বিয়া ও আওলিয়াও সমস্ত মোমিন মুসলমানের নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
عَمَدًا وَنَصْرًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ  
حَسْبِيَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ الْعَلِيِّ

## রোযার বিবরণ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম তথা রোযা হল অন্যতম একটি স্তম্ভ যা রমযান মাসে পালন করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরান মজিদে কেবল এ মাসের কথা উল্লেখ করেছেন। শরীয়তের পরিভাষায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সম্বোগ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা বা সিয়াম। রোযা হল ফরযে আইন। রোযা রাখা ধনী-গরীব, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান সুস্থ মুসলমানের জন্য ফরয। এর ফরয হওয়ার অস্বীকারকারী কাফির। বিনা কারণে একটি রোযাও পরিত্যাগ করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সারা জীবন ধরে রোযা রাখলেও রমযানের একটি রোযার ক্ষতি পূরণ আদায় হবে না।

## রমযানের অর্থ ও নামকরণ

রমযান শব্দটি রময্ ধাতু হতে উৎপত্তি। এর অর্থ হল-দহন করা, ভস্ম করা ও জালান। এমাসের রোযা রোযাদারের পাশাশাশি গুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রোযা দারকে নিষ্কলুষ ও পাপ মুক্ত করে দেয়। যার কারণে এ মাসকে রমযান নাম অ্যাখায়িত করা হয়েছে।

## রমযান মাসের ফযীলত ও গুরত্ব

রমযান মাসের ফযীলত ও গুরত্ব অত্যাধিক। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদিস এখানে আলোচনা করা হল:-

১. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রমযান মাসের যখন আগমন ঘটে তখন আসমানের দরজা গুলি খুলে দেওয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজা গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অপর রেওয়াজে বর্তমান যে রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

২. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, এই মাসে প্রতি রাতে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে-হে সত্যের অন্বেষনকারী, তোমরা অন্যায করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রতি রাতে অনেককে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (তিরমীযি, ইবনে মাযা)

৩. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

৪. রোযা পালনকারীকে আল্লাহ নিজেই পুরস্কৃত করবেন:

হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমালের পরিবর্তে দশ-সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়া হবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোযা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, সে আমার জন্য রেখেছে আর আমিই তার প্রতিদান দিব। সে আমার জন্যই তার প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিত্যাগ করেছে।

৫. রোযা শরীরের যাকাত স্বরূপ: হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত রয়েছে। দেহের যাকাত হল রোযা, রোযা হল ধর্মের অর্ধেক।

৬. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা আছে যার নাম হল রাইয়ান (অর্থাৎ, পিপাসার্ত ব্যক্তিদের তৃপ্তিদানকারী)। ক্বিয়ামত দিবসে সে দরজা দিয়ে শুধু রোযাদাররাই প্রবেশ করবে।

## রোযা বর্জনকারীর করণ অবস্থা

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে. একটি জাতি উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গালের পাটি কাটা এখন থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? উত্তর এল, এরা হলো যারা রমযান মাসে কারণ ব্যতীত রোযা ত্যাগ করে।

## রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ

১. মুসলমান হওয়া, ২. বালগ হওয়া, ৩. বিবেক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া, ৪. রোগী না হওয়া, ৫. মুকিম হওয়া অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া, ৬. মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।<sup>১</sup>  
মাসআলা:- শিশু যখন সাত বছরের হবে, তখন তাকে রোযা রাখার শিক্ষা দিতে হবে। আর যখন দশ বছরের হয়ে যাবে তখন তাকে প্রয়োজনে প্রহার করে রোযা রাখাতে হবে। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত বর্ণনা করেছেন, শিশু যখন আট বছরে পা রাখবে, তখন ওলী বা অভিভাবকের জন্য কর্তব্য হল ওই শিশুকে নামায ও রোযার হুকুম দেওয়া এবং যখন এগারো বছরে পড়বে তখন অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব হল রোযা ও নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রহার করা, এই শর্তের উপর প্রযোজ্য যে, রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা এবং রোযা দ্বারা কোনরূপ ক্ষতি গ্রস্ত না হওয়া।<sup>২</sup>

১. ইবনে হিব্বান ৩য় খন্ড ২৩৭ পৃ:

২. ফতওয়া আলমগিরী ১/১৯৪ পৃ:

৩. ফতওয়া রেজবীয়া ২/৩৪৪ পৃ:

## রোযার নিয়াত

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাতে নিয়াত করা হয় তাহলে এরূপ বলতে হবে-

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرَضًا لَكَ  
يَا اللَّهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

**উচ্চারণ:** নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম্ মিন শাহরে রামাদানালা মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাবাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

**অর্থ:**-হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পবিত্র রমযান মাসের আগামীকাল রোযা থাকার নিয়াত করলাম। তা তোমার আদেশ (ফরয)। অতএব, আমার রোযা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা।

**মাসআলা:**-কেও যদি সুবহ সাদিকের পূর্বে নিয়াত করতে ভুলে যায়, তাহলে দিনের বেলায় এরূপ নিয়াত করবে

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ

**উচ্চারণ:**-নাওয়াইতু আন আসুমা হাযাল ইয়াওমা লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রমদানা।<sup>১</sup>

**অর্থ:**- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়াত করলাম।<sup>২</sup>

اللَّهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى رِزْقِكَ وَ أَفْطَرْتُ  
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

১. ফতওয়া আলমগিরী ১/১৯৫ কিতাবুস সাওম

২. রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩৩২ প

**উচ্চারণ:**-আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াকালতু আলা রিজকিকা ওয়া আফতারতু বি রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

**অর্থ:**-হে আল্লাহ ! তোমার জন্য আমি রোযা রেখেছি এবং তোমারই রজি প্রদানের উপর নির্ভর করেছি ,হে পরম দাতা! তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করলাম।<sup>১</sup>

**মাসআলা:**সাধারণত দেখা যায় ইফতারের পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া হয়, কিন্তু এরূপ পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া খেলাফে সুন্নাত। সুন্নাত হল বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করে তার পর ইফতারের দোওয়া পাঠ করতে হবে।<sup>২</sup>

## রোযার কাফ্ফারা কী ?

একটি রোযা ভঙ্গ হলে তার কাফ্ফারা হল একজন গোলাম বা বান্দী আযাদ করা। বর্তমানে দাসদাসী পাওয়া যায় না ,তাই এর পরিবর্তে লাগাতার ষাটটি রোযা রাখতে হবে ,তাও যদি সম্ভব না হয় ,তবে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাতে হবে।<sup>৩</sup>

## কাফ্ফারা আবশ্যিক হওয়ার শর্ত সমূহ

১.রাত থেকে রোযার নিয়াত হওয়া চায়-যদি ভেঙ্গে ফেলা রোযার নিয়াত দিনেই করে থাকে ,তাহলে কাফ্ফারা নেই।<sup>৪</sup>

২.রোযা ভঙ্গের পর নিজের ইচ্ছার বর্হিভূত এমন কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়া চায়,যার কারণে রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে তা হলে কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে না।<sup>৫</sup>

১.ফাতওয়া আলমগিরী ১/২০০ কিতাবুস সাওস

২.মুলাখাস ফাতওয়া রেজবীয়া

৩.নুরুল ইয়া ১৬৭ পৃ:

৪.হাশিয়া তাহাবী ৩৬৩ পৃ:

৫.ফাতওয়া শামি ২/১৪৭পৃ:

## যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

১.পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে।<sup>১</sup>

২.ছক্কা,সিগারেট,চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়,যদিও নিজের ধারণায় কঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছায়নি।<sup>২</sup>

৩.পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কঠনালীতে সেগুলির হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

৪.চিনি ইত্যাদি,এমন জিনিষ,যা মুখে রাখলে গলে যায়,মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল।

৫.দাঁতের ফাকের মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল তা খেয়ে ফেললো,কিংবা কম ছিলো কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।<sup>৩</sup>

৬. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কঠনালীর নিচে নেমে গেলো.আর থুতু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো,কিন্তু সেটার স্বাদ কঠে অনুভূত হলো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কঠে অনুভূত হয়নি ,তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না।<sup>৪</sup>

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৫পৃ:

২. বাহারে শরীয়াত ৫/১১৭পৃ:

৩.দুররে মুখতার ৩/৩৯৪পৃ:

৪.দুররে মুখতার ,রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৮ পৃ:

৯.রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও দুস (কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে,আর সেখানে স্থায়ী হলে) নিলে কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।<sup>১</sup>

৮.কুল্লী করছিলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিলো;কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে,তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো,আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।<sup>২</sup>

৯.যুমস্ত অবস্থায় পানি পান করলো, কিছু খেয়ে ফেললো। অথবা মুখ খোলাছিলো পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।<sup>৩</sup>

১০.অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।<sup>৪</sup>

১১.মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো। তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১২.চোখের পানি বেশি পরিমাণে মুখের ভিতরে চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললে আর যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি দু এক ফোটা হয়,তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। ঘামের ক্ষেত্রেও একই বিধান।<sup>৫</sup>

১.আলমগিরী ১/২০৪পৃ:

২.আল জাওয়ালুন নহিয়ান্নাহ ১/১৭৮পৃ:

৩.আল জাওয়ালুন নহিয়ান্নাহ ১/১৭৮পৃ:

৪.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:

৫.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:

১৩.পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবংবীর্যপাত হয়ে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায়,তা হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।<sup>৬</sup>

১৪. রোযা অবস্থায় নাকে কিংবা কানে ঔষধ লাগালে।<sup>৭</sup>

১৫. রোযা অবস্থায় জেনে বুঝে মুখ ভর্তী বমী করলে।<sup>৮</sup>

১৬. রোযা আছি জেনে ওযু বা গোসলে কুল্লী করার সময় ভুলবশত পানি কঠনালীকে প্রবেশ করলে।<sup>৯</sup>

১.কানুনে শরীয়ত

২. ফাতাওয়া আলমগিরী ১ম খন্ড ২২০ পৃ:

৩. হেদায়া ১ম খন্ড ২১৮পৃ:

৪. হেদায়া ১ম খন্ড ২০২ পৃ:

## যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যিক

(বি:দ্র:- এক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র রোযা রাখতে চায়,তাহলে ৬১টি রোযা রাখতে হবে)

১.রোযাদার ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার,ঔষধ ,অথবা কোন জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করলে,যৌন সন্তোগ উপযোগী কোন মানুষের সাথে (পুরুষ ও মহিলা) ওর সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে সংগম করলে তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক এছাড়াও হুক্ক,বিড়ি,সিগারেট,তাম্বাকু পান করলে,এসব ক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা উভয়টা আবশ্যিক।<sup>১</sup>

২.রমযানুল মুবারকে কোন বিবেকবান, বালগ ,মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন লোক) রমযানের রোযা আদায় করার নিয়াতে রোযা রাখলো। আর কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকে (জেনেবুঝে) স্ত্রী সঙ্গম করলো কিংবা করালো। অথবা অন্য কোন স্বাদের কারণে কিংবা ঔষধ হিসাবে খেলো বা পান করলো। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গে যাবে। তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয়ই অপরিহার্য হবে।<sup>২</sup>

## যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাফফারা আবশ্যিক

(বি:দ্র:- এক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র রোযা রাখতে চায়,তাহলে ৬০টি রোযা রাখতে হবে)

৩.স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা ভাঙ্গে নি, তারপরেও আহার করে নিয়েছে. তবে কাফফারা অপরিহার্য।<sup>৩</sup>

- ১.দুররে মুখতার ২/১০৯পৃঃ,হেদায়া,কানুনে শরীয়ত
২. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৮
- ৩.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৭৫



৪.নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেঁটে নিলো। কিংবা অপরের থুথু গিলে ফেললে। কিংবা দ্বীনি কোন সম্মানিত বুজর্গ ব্যক্তির থুথু তাবারুক হিসেবে গিলে ফেললে কাফফারা অপরিহার্য।<sup>৪</sup>

৫.মেশক,জাফরান,কপুর,সিরকা খেয়ে নিল বা খরবুজ,তরমুজ,কাকড়ি,শোশা, তরমুজের পানি পান করলো তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।<sup>৫</sup>

৬.সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিল সেহেরীর সময় শেষ অর্থাৎ সুবহ সাদিকের সময় হয়ে গেল কিংবা ভুলবশত: খাচ্ছিল গ্রাস মুখেই ছিল হঠাৎ স্মরণ হলো সময় শেষ ,তারপরেও গিলে ফেলেছে,এই দুই অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব। আর যদি লোকমা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেলে , তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব,কাফফারা নয়।<sup>৬</sup>

৭.তিল বা তিল বরাবর কোন খাবারের জিনিষ বাহির থেকে মুখ দিয়ে চর্বন করা ব্যতীত গিলে ফেললো রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফফারা আবশ্যিক হবে।<sup>৭</sup>

৮.কাঁচা গোস্ত খেলে যদিও তা মূতের হয় তাহলে কাফফারা আবশ্যিক হবে।<sup>৮</sup>

৯.সামান্য পরিমাণ লবন ভক্ষণ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।<sup>৯</sup>

১০. চালভাজা, ডালভাজা, মশুবভাজা,ভুনা বাজরা, যবভাজা খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাঁচা চাল,ডাল,মশুর,বাজরা বা যব খেলে কাফফারা নেই।<sup>১০</sup>

১১.ওই পাতা যেটা সাধারণত খাওয়া হয় (যেমন মুলো পাতা) তা খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।<sup>১১</sup>

১.আলমগিরী ১/২০২

২.আলমগিরী ১/২০৫পৃঃ

৩.আলমগিরী ১/২০৩

৪.দুররে মুখতার ২/১৫৩

৫.রাদ্দুল মুহতার ২/১৪১ ৬.আলমগিরী ২/২০৫

৭.আলমগিরী ১/২০৩,২০৫,৮. আলমগিরী ১/২০৫





## যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাযা আবশ্যিক

(বিঃদ্র:-এক্ষেত্রে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযান মাসের পর কাযার নিয়াতে একটি করে রোযা রাখতে হবে)

১.কানে তেল দিলে, ২.পেট বা মস্তিস্কের পাতলা চামড়া পর্যন্ত যখম ছিল এবং এতে ওষুধ দেওয়ায় পেট বা মস্তিকে পৌঁছে গেলে ,

৩.নশ টানলে বা নাকে ওষুধ দিলে,

৪.পাথর কাঁকর,মাটি,তুলা,কাগজ,ঘাস ইত্যাদি খেলে।

৫.রমযান মাসে নিয়াত ছাড়া রোযার মত রইলে অথবা সকালে নিয়াত করেনি দিনের দ্বি প্রহরের পর নিয়াত করলো এবং নিয়াতের পর খেয়ে নিল বা রোযার নিয়াত ছিল কিন্তু রমযানের রোযার নিয়াত ছিল না ,

৬.বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি বা কুয়াশার ফোটা নিজে নিজেই কঠনালীতে ঢুকে গেলে,

৭.এমন ছোট মেয়ের সাথে সংগম করলো যে সংগমের উপযোগী ছিল না বা মৃত বা পশুর সাথে সংগম করলো বা রান বা পেটের উপর সংগম করলো বা চুমু দিল অথবা মহিলার ঠোট চুষলো বা মহিলার শরীর স্পর্শ করলো যদিও বা কাপড় প্রতি বন্ধক হিসেবে ছিল কিন্তু শরীরের উন্নত অনুভব হলো এবং এসব অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে গেল বা হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করলো বা অশ্লীল আচরণের দ্বারা বীর্যপাত হয়ে গেল।

৮.এটা ধারণা ছিলো যে,সেহরীর সময় শেষ হয়নি তাই পানাহার করেছে,স্ত্রী সহবাস করেছে. পরে জানতে পারলো যে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে ,এমতাবস্থায় রোযা হবেনা, এরোযার কাযা করা জরুরী অর্থাৎওই রোযার পরিবর্তে একটা রোযা রাখতে হবে।<sup>১</sup>

১.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০ পৃ:

৯.খুব বেশি ঘাম কিংবা চোখের পানি বের হলে ও তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব।

১০.ধারণা করলো যে,এখনো রাত বাকী আছে তাই সেহরী খেতে থাকল; পরে জানতে পারল সাহরীর সময় শেষ,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কাযা করে নিতে হবে।<sup>২</sup>

১১.একইভাবে ধারণা করলো যে সূর্য ডুবে গেছে ,পানাহার করে নিল;পরক্ষণে জানতে পারলো যে,সূর্য ডুবেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করে নিতে হবে।<sup>২</sup>

১২.সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই মাগরিবের আযান শুরু হয়ে গেল,আর এই আযান শুনে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে,আযান পূর্বে হয়েছে এতে রোযা দারের দোষ থাকুক কিংবা নাই থাকুক ,তবুও রোযা ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ কাযা করতে হবে।<sup>৩</sup>

১৩.ওযু করার সময় নাকে পানি দেওয়ার সময় তা মগজ পর্যন্ত উঠে গেলে কিংবা কঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলে এবং রোযাদার হবার কথাও স্মরণ থাকলে,এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে। হ্যাঁ,যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভাঙ্গবে না।<sup>৪</sup>

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০

৩. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৩পৃ:

৪.আলমগীরী ১/২০২পৃ:

## যে যে কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়

১. মিথ্যা, চুগলখোরী, গীবত, কু-দৃষ্টি, গালি গালাজ করা, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত কারও মনে কষ্ট দেওয়া ও দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি কাজ এমনিতেতো অবৈধ ও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, রোযায় আরও বেশী হারাম। সেগুলির কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়।<sup>১</sup>

২. রোযাদারের জন্য কোন জিনিসকে বিনা কারণে স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরুহ। স্বাদ গ্রহণের জন্য ওযর হচ্ছে, যেমন কোন নারীর স্বামী বদ মেয়াজী তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কমবেশি হলে রাগ করবে। এ কারণে স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি নেই। চিবানোর জন্য ওযর হচ্ছে, এতই ছোট শিশু আছে যে রুটি চিবাতে পারে না; এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; না আছে কোন ঋতুস্রাব কিংবা নিফাস সম্পন্ন নারী অথবা এমন কেউ নেই যে তা চিবিয়ে দেবে, তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরুহ নয়।<sup>২</sup>

৩. স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরুহ নয়; অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, বীর্যপাত হয়ে যাবে, কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে তাহলে করা যাবে না।<sup>৩</sup>

৪. মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা রোযা ব্যতীত অন্য সময়েও অপছন্দনীয় কাজ। আর রোযা অবস্থায় এরূপ করা মাকরুহ।<sup>৪</sup>

৫. রোযা অবস্থায় পানির ভিতরে বায়ু নির্গত করলে রোযা মাকরুহ হবে।  
ইস্তিজাতে অতিরঞ্জিত করা রোযাতে মাকরুহ।<sup>৫</sup>

১. বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড
২. দুর্রে মুখতার ৩/৩৯৫ পৃ:
৩. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৬ পৃ:
৪. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:
৫. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:

## যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

১. ভুলবশত: আহার করলে, পান করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গে না চাই ওই রোযা ফরয হোক বা নফল।<sup>১</sup>

২. যদি মাছি, ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।<sup>২</sup>

কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পৌঁছায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।  
৩. শিঙ্গা<sup>৩</sup> সালে বা তৈল বা সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদিও বা তৈল বা সুরমার স্বাদ কঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।<sup>৪</sup>

৪. কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

৫. কানে পানি ঢুকে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না; বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভাঙ্গবে না।<sup>৫</sup>

৬. দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিস অজানাবশত: রয়ে গেছে, যা থুথুর সঙ্গে কঠনালীর ভিতরে চলে গেল। এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কঠনালীতে অনুভব হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি। তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।<sup>৬</sup>

১. দুর্রে মুখতার ২/১৩৩ পৃ:

২. দুর্রে মুখতার, রাদ্দুল মুহতার ২/১৩৩-১৩৪ পৃ:

৩. শিঙ্গা-এটা ব্যথার চিকিৎসা একটা পদ্ধতি বিশেষ, যাতে ছিদ্র শিং ব্যথাগ্রস্ত স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দুর্ষিত রক্ত টেনে বের করা হয়।

৪. রাদ্দুল মুহতার, আজ-জাওহায়তুন নহিয়ায়হ ১ম খন্ড / ১৭৯ পৃ:

৫. দুর্রুল মুখতার ৩খন্ড / ৩৬৭ পৃ:

৬. ফতহুল কাদ্দির ২য় খন্ড ২৫৭ পৃ:

রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

**মাসয়ালা:** সেহেরী খাওয়া এবং এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু সুবেহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মাকরুহ।<sup>১</sup>

**মাসয়ালা:** ইফতারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব, কিন্তু ইফতার এমন সময় করবে, যেন সূর্যাস্ত সম্পর্কে প্রবল ধারণা করা যায়। যতক্ষণ প্রবল ধারণা না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিত।<sup>২</sup>

**মাসয়ালা:** শাইখে ফানি অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যার বয়স ঐ মাত্রাই পৌঁছে গেছে যে দিন দিন দুর্বল হয়ে যায় এবং রোযা রাখার কোন ক্ষমতাই থাকেনা (না সেই মুহুর্তে না পরবর্তীতে), এমতাবস্থায় তার উপর ফিদিয়া আবশ্যিক অর্থাৎ একটি রোযা পরিবর্তে একজন মিসকীন কে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সাদকায়ে ফিতরা পরিমাণ (২ কিলো ৪৭ গ্রাম গম কিংবা সম পরিমাণ মূল্য) মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।<sup>৩</sup>

**মাসয়ালা:** মহিলারা হায়েয (স্বাতুস্তাব) ও নিফাসগ্রস্থ ছিল, সে রাত্রিতে আগামীকাল রোযা রাখার নিয়্যাত করল। সুবেহে সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে।<sup>৪</sup>

**মাসয়ালা:** মুখে থুথু একত্র করে গিলে ফেললে রোযা মাকরুহ হবে।<sup>৫</sup>

**মাসয়ালা:** রমযান ও রমযানের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতীর কোন প্রয়োজন নেই বরং তার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাখবে।<sup>৬</sup>

১. আলমগিরী ১ম খন্ড ২০০ পাতা

২. রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৫৭ পৃ:

৩. ফাতওয়া আমজাদিয়া ১ম খন্ড কেতাবুস সাওস ৩৯৬ পৃ:

৪. জাওহেরা বাহরে শরীয়ত রোযা কা বায়ান ৫. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:

৬. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৭৭ পৃ:

**মাসয়ালা:**—রোযা অবস্থায় আতর লাগানো, খুশবু লাগানো, ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া, সুরমা লাগানো, তেল লাগানো, চুল কাটা ও নখ কাটা বৈধ।

**মাসয়ালা:**—মাথা ও নাকের বাইরে বাম ব্যবহার করা বৈধ।

**মাসয়ালা:**—চুল ও দাড়িতে মেহেন্দী লাগানো রোযা অবস্থাতে বৈধ।

**মাসয়ালা:**—বগল ও নাভীর তলদেশ পরিষ্কার করা রোযাতে বৈধ।

**মাসয়ালা:**—মোয়াজ্জিনের মাগরিবের আযান দেওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা উত্তম। এর পর কিছুক্ষণ পানাহার বন্ধ রেখে আযানের উত্তর দেবে।<sup>১</sup>

**মাসয়ালা:**—আযানের উত্তর মুখের দ্বারা দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।<sup>২</sup>

**মাসয়ালা:**—যদি মুসাফির এবং তার সঙ্গীদের রোজা রাখতে কষ্ট না হয়, তাহলে সফরে রোযা রাখা উত্তম।<sup>৩</sup>

**মাসয়ালা:**—কোন ব্যক্তি সাহরির সময় এত বেশি খাবার খেল যে সকালে টক ঢেকুড় উঠল। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।<sup>৪</sup>

**মাসয়ালা:**—দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে এবং রোযা যদি তা গিলে নেয় তাহলে যদি রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় রোযা ভঙ্গ হবে। আর যদি স্বাদ অনুভূত না হয়, তাহলে ভঙ্গ হবে না।

রোযা রাখতে না পারার জন্য শরীয়তের ইযাযত

রোগী—যদি রোযা না রাখা কোন মতেই সম্ভব না হয়,

গর্ভবতী মহিলা—বাচ্চা ও নিজের প্রান বাচাঁনো দু:সাধ্য হলে,

শরয়ী মুসাফির—সফর অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টসাধ্য হলে।

১. ফাতওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ৫৭ পৃ:

২. ফাতওয়ায়ে মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭১ পৃ:

৩. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৬৫ পৃ:

৪. ফাতওয়া ১০ খন্ড ৪৮৬ পৃ:

রোযার ফিদিয়া

প্রতিটি রোযার ফিদিয়া হল একজন মিসকীনকে দু-বেলা পেট ভরিয়ে খাবার খাওয়ানো অথবা প্রতিটি রোযার বদলে স্বদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকীনকে প্রদান করা।

ফিদিয়া প্রদানের সময়

রমযান শরীফের শুরুতেই পুরো রমযান মাসের ফিদিয়া একত্রে দেওয়া যেতে পারে কিংবা শেষেও দেওয়া যেতে পারে।

সাবধান

যাকাতের অর্থ কাফের, মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী, জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ), রাফেজী, ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থপ্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।  
(আহকাসে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃঃ)

রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া

প্রশ্ন: ১-হারাম বস্তু ভক্ষণ করে রোযা রাখলে রোযা হবে কি-না ?

উত্তর:-রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম ভক্ষণ করার কারণে গুনাহগার হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)²

চাঁদ উদয়ের ভুল সংবাদে যদি কেও রোযা ভেঙ্গে দেয় তার জন্য শরীয়তের হুকুম কী ?

প্রশ্ন: ২- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম ও শারয়ে মাতিন এই মাসলার ক্ষেত্রে, চাঁদ দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেওয়ায় ৩০ রমযানুল মোবারকে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে, এই খবর হল মিথ্যা। খবর শোনার পর যদি খাবার দাবার বন্ধ না করে, তাহলে তাকে কি কাফফারা দিতে হবে না কাযায় যথেষ্ট হবে? এবং যারা খবর পাওয়ার পর নিজেদের কুল্লি ও গরগরা করার মাধ্যমে মুখকে পবিত্র করে রোযা অবস্থায় থাকল -তাদের জন্য কি হুকুম আছে?

উত্তর:-যে পানাহার চালিয়ে গেল মিথ্যা চাঁদ উদয়ের খবরের দ্বারা - সে গুনাহগার হবে; কিন্তু তার জন্য কাফফারা দিতে হবে না (শুধু একটি রাখবে)। আর যে খবর শোনা মাত্রই গরগরা করে নিল, তাহলে সে সাওয়াব পাবে এবং একটি রোযা তাকেও রাখতে হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)²

সফরে রোযা রাখার হুকুম কী ?

প্রশ্ন:-৩ কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম এ মাসলা প্রসঙ্গে, সফরের রোযা রাখা কি রূপ ?

উত্তর:-যে নিজের ঘর হতে তিন মানযিল পরিপূর্ণ কিংবা এর হতে অধিক রাস্তা

১.সূত্র:-ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতাবুস্ সওম ,১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃঃ

২.সূত্র:ফাতওয়া রেযবীয়া-কেতাবুস্ সওম ,১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃঃ

অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে তাতে নিয়াত শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরে ফিরে না আসে কিংবা কোন পথিমধ্যে কোথাও পনেরো দিনের অপেক্ষার নিয়াত না থাকলে তাকে মুসাফির বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় সাহরীর সময় উপস্থিত হলে ঐ দিনে রোযাকে ছেড়ে দেওয়া এবং পরে তার কাযা রাখা বৈধ। আবার যদি রোযার দ্বারা তার কোন ক্ষতি না হয়, না রোযার ফলে তার সাথির কোন অসুবিধা না হয় তাহলে রোযা রাখায় উত্তম হবে। নতুবা কাযা করবে। ... (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)¹

**প্রশ্ন:-শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও যদি চাঁদ দেখা না যায় তার জন্য হুকুম কি?**

**উত্তর:-**শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে কাযী, মুফতী সহ কেও রোযা রাখবে না। তবে হ্যাঁ, চাঁদ উদয়ের স্থান যদি মেঘলা থাকে তাহলে মুফতী জনসাধারণকে দোহায়ে কুবরা (দ্বি-প্রহর) পর্যন্ত অপেক্ষার হুকুম দেবে-যেন শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে কাযী, মুফতী সহ কেও রোযা রাখবে না। তবে হ্যাঁ, চাঁদ উদয়ের স্থান যদি মেঘলা থাকে তাহলে মুফতী জনসাধারণকে দোহায়ে কুবরা (দ্বি-প্রহর) পর্যন্ত অপেক্ষার হুকুম দেবে-রোযার নিয়াত করবে। এর মধ্যে যদি চাঁদের শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সকলে রোযার নিয়াত করে নেবে রমযানের রোযা হয়ে যাবে (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)। ²

### রোযা অবস্থায় টুথ পেস্ট ব্যবহার

রোযা অবস্থায় টুথ পেস্ট ব্যবহার করলে তা হল্কে পৌঁছানোর সম্ভবনা অধিক। এই কারণে এর ব্যবহার বৈধ নয়। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)

১. সূত্র:-ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতাবুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃ:

২. সূত্র:-ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতাবুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃ:

### রোযা অবস্থায় গুল ব্যবহার

রোযা অবস্থায় গুলের ব্যবহারের কয়েকটি ধরণ দেখা যায়:

১. এরূপ ভাবে ব্যবহার করা :এমনভাবে দাঁতের তলদেশে রাখা, যার ফলে গুল খুতুর সহিত মিশে গিয়ে গলায় প্রবেশ করে। যে রূপ তামাক খাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এরূপ ভাবে ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফ্ ফারা উভয়ই জরুরী।

২. গুল দাঁতে লাগিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দেওয়া এবং পরে কুল্লি করে নেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে ৫-১০ মিনিট রাখার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খুতুর সহিত তা হল্কে প্রবেশ করে। এর দ্বারাও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এর জন্য কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

৩. গুল এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যে, শুধু মাত্র দাঁতে ঘসে নিয়ে সাথে সাথে পানি দ্বারা ধুয়ে নেওয়া। এভাবেও গুল ব্যবহারে রোযা অবস্থাতে কঠোর নিষিদ্ধ।\*\*³

### রোযা অবস্থাতে ইনহেলার ব্যবহার

রোযা অবস্থাতে ইনহেলার ব্যবহার করা হারাম ও গুণাহের কাজ। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ⁴

### বদ মাযহাবের আযানে ইফতার করা কিরূপ

দেওবান্দী, ওহাবী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের আযান প্রকৃতপক্ষে আযানের মধ্যে গণ্য নয়।⁵

\*\* (ফায়সালায়ে ফিক্হ সেমিনার বোর্ড, দিল্লী)

১. ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:

২. ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:, রোযার জাদিদ মাসলা ১ম পৃ:

৩. ফাতওয়া রেজবীয়া ২য় খন্ড ৪২১ পৃ:

## ইতিকাফ

মাসজিদে ইতিকাফের নিয়াতে আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ।<sup>১</sup>

বায়হাকী শরীফে , হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে রমযান মাসে দশ দিনের ইতিকাফ করল ,সে যেন দুটি হজ্ব ও দুটি ওমরা আদায় করলো।

### ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া

রমজান মাসের শেষের দশ দিনের ইতিকাফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এর হুকুম হল,যদি সবাই বর্জন করে, তাহলে সবাই দায়ী হবে আর যদি যে কোন একজন পালন করে , তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

**মাসয়ালা:-**২০ শে রমযান সূর্যাস্তের সময় ইতিকাফের নিয়াতে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে,এবং ৩০ শে রমযান সূর্যাস্তের পর বা ২৯ শে রমযান চাঁদ দেখার খবর হওয়ার পর বের হতে হবে।

**বিঃদ্র:-**যদি ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পর মাসজিদে প্রবেশ হয়,তবে ইতিকাফের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় হবে না।

**ইতিকাফের নিয়াত:-**আমি আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিন সুন্নাতে ইতিকাফের নিয়াত করছি।

### ইতিকাফ কারী কোন কোন ক্ষেত্রে মাসজিদ হতে বের হতে পারবে

ইতিকাফকারী কেবল দুই প্রকার কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। যে যে কারণে মাসজিদের বাইরে যাবার অনুমতি আছে :-

১.শরয়ী প্রয়োজনে ২.স্বভাবগত প্রয়োজনে

১.আলসগিরী ১স খন্ড ২১১পৃ:

## ১.শরয়ী প্রয়োজন

১.যদি মিনারের রাস্তা মাসজিদের বাইরে হয়,তাহলে আযান দেওয়ার জন্য ইতিকাফ কারীর যাওয়া বৈধ। কারণ এক্ষেত্রে মাসজিদের বাইরে যাওয়া শরয়ী প্রয়োজন।<sup>১</sup>

২.যদি এমন মাসজিদে ইতিকাফ করছে ,যেখানে জুমার নামায হয় না। তাহলে ইতিকাফ কারীর জন্য এ মাসজিদ থেকে বের হয়ে জুমার নামাযের জন্য এমন মাসজিদে যাওয়া জায়েয যেখানে জুমার নামায হয়। এক্ষেত্রে ইতিকাফের স্থান থেকে অনুমান করে এতটুকু সময় আগে বের হবে যেন খোৎবা শুরু হবার পূর্বে পৌঁছে সুন্নাতে সমূহ পড়া যায়। বেশি আগে যাবে না।<sup>২</sup>

## ২. স্বভাবগত প্রয়োজন

১.মাসজিদের গন্ডির ভিতরে যদি প্রসাব ,পায়খানা ইত্যাদির জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকে তাহলে এসবের জন্য মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে।<sup>৩</sup>

২. যদি মাসজিদে ওয়ু খানা কিংবা হাওয় ইত্যাদি না থাকে , তাহলে মাসজিদ থেকে ওয়ুর জন্য বাইরে যেতে পারে।<sup>৪</sup>

৩, স্বপ্ন দোষ হলে যদি মাসজিদের এরিয়ার ভেতর গোসল খানা না থাকে এবং কোন মতে মাসজিদের অভ্যন্তরে গোসল করা সম্ভব না হয় , তবে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের জন্য মাসজিদ থেকে বের হতে পারবে।<sup>৫</sup>

১.রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৬ পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৭ পৃ:

৩. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

৪.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

৫.দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

## তারাবীহ নামাযের বিবরণ

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা , যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজ নামাযের পর প্রতি রাতে পড়া হয়। তারাবীহর নামায বিশ রাকাত দশ সালামে আদায় করতে হয়<sup>১</sup>, এবং প্রতি চার রাকাত পর ততক্ষণ পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব যতক্ষণ চার রাকাত পড়তে সময় লাগে। আরামের জন্য এরূপ বসাকে তারাবীহ বলে।<sup>২</sup>

**তারাবীহ নামাযের সময়:-**তারাবীহর সময় ইশার ফরজের পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। তারাবীহ রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাত্রির পরে পড়লে তখনও মাকরুহ হবে না।<sup>৩</sup>

### তারাবীহর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّةَ رَسُولِ  
اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

**উচ্চারণ:-** নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকয়াতাহ সলাতিহ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

**বাংলা নিয়ত:-**আমি নিয়ত করছি দুইরাকাত তারাবীহ নামাযের যা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

**বি.দ্র.-**চার রাকাত পড়ার পর এখতিয়ার আছে , চাই চুপ করে থাকুক বা দুআ কলেমা পড়ুক বা তেলাওয়াত রকুক বা দরুদ শরীফ পড়ুক অথবা একা চার রাকাত নফল পড়ুক (জামায়াত সহকারে পড়া মাকরুহ) অথবা এ তারাবীহ পাঠ করতে হবে-

১.দুররে মুখতার ১/ ৬৬০ পৃ:

২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১১৫ পৃ:

৩.দুররে মুখতার ১/ ৬৫৯ পৃ:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ط سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعِظَمَةِ  
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ ط سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ  
الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ط سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ  
وَالرُّوحِ ط اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ يَا مُجِيرٌ يَا مُجِيرٌ

**বাংলা উচ্চারণ:-**সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত সুবহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়াল্লা ইয়ামুত সুব্বুহন কুদুসুন রাব্বুনু ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু

### তারাবীহ নামাযের দুআ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعْلِكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِكَ الْجَنَّةِ  
وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيمُ  
يَا حَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرٌ يَا مُجِيرٌ  
يَا مُجِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

**বাংলা উচ্চারণ:-**আল্লাহুম্মা ইন্নানাস আলুকাল জামাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নারি ইয়া খালিকাল জামাতা ওয়ান্নারি বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাবারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

**মাসয়ালার:-** তারাবীহর জামাত হছে সুন্নাতে কেফায়া, মাসজিদের সকল লোক ছেড়ে দিলে সকলে গুনাহগার হবে। যদি কোন একজন ঘরে একা পড়ে গুনাহগার হবে না।<sup>১</sup>

**মাসয়ালার:-** তারাবীহর মধ্যে একবার কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, দুবার খতম করা উত্তম। তিনবার করা অধিক উত্তম। মানুষের অলসতার কারণে খতম পরিত্যাগ করা নাজায়েজ।<sup>২</sup>

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ১১৬ পৃ: ২.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৬৬২ পৃ:

## তারাবীহর নামায ২০ রাকায়াত

হাদিস নং ১ :হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ‘নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকায়াত পড়তেন বিতির ব্যতীত। ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অতিরিক্ত করে বলেছেন, ‘জামায়াত ছাড়াই তারাবীহর নামায পড়তেন।’

হাদিস নং ২:- সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে বিশ রাকায়াত এবং বিতর পড়তাম।’

বি:দ্র:-হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিকহের ইমাম এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন হাফেযুল হাদীস তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী,তাকীউদ্দীন সুবুকী,ওলীউদ্দিন ইরাকী,বাদরুদ্দীন আইনী,জালালুদ্দীন সুউতী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ।°

এই হাদীসটিকে আরবের গায়র মুকাল্লিদ আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং হিন্দুস্তানের গায়র মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীরা আগে কোন আলেম ‘যয়ীফ’ বলেনি।

হাদীস নং ৩:- হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে মানুষ (সাহাবা

১. সুসান্নাফ ইবনে আবি শহিবা ২/৩৯৪ পৃ:.,আসারাস সুনান ২/৫৬, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃ:.,সুনানে বায়হাকী ২/৪৯৬ পৃ:., শারহ নেকায়্যা ১/১০৪ পৃ:।
২. আস-সুনানুল কুবরা,বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮পৃ:.,মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার,বায়হাকী ২/৩০৫ পৃ:.,শারহন নেকায়্যা ১/১০৪ পৃ:।
৩. আল-মাজমু শারহুল সুহাবাব ৩/৫২৭ পৃ:.,নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪ পৃ:., উমদাতুল ক্বারী শারহ সহীহুল বুখারী ৭/১৭৮ পৃ:.,ইরশাদু সারী শারহুল বুখারী ৪/৫৭৮ পৃ:.,আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ ২/৭৪ পৃ:।

ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকায়াত পড়তেন।’

হাদীস নং ৪ :- হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়েন।’

বি:দ্র:- কিছু ‘গায়র মুকাল্লিদ’ অভিযোগ করে যে,এই বর্ণনাগুলি ‘মুরসাল’ আর ‘মুরসাল’ হল যয়ীফ। তাদের জবাব স্বরূপ তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, ‘যে মুরসালের অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরীগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।’

## শাবে ক্বদরের ইবাদত:

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে। এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফ বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে,হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।’

অন্য হাদিসে এসেছে, বিজেড় রাত গুলিতে শাবে ক্বদর অন্বেষণ করো। অধিকাংশ মুফাস্সির ও বুয়র্গরা বলেছেন, রমযানের ২৭তারিখের রাতই শাবে ক্বদর রাত।

## শাবে ক্বদরের নফল ইবাদত

হযরত সাইয়েদুনা ইসমাইল হাকী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, শাবে ক্বদরের রাতীতে যে ইখলাসে নিয়াতের সহিত নফল আদায় করবে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।°

১. আস সুনানুল কুবরা,বায়হাকী ২/৪৯৬ পৃ:.,মুয়াত্তা মালেক ৪০।
২. বোখারী শরীফ ১ ম খন্ড ৬০ পৃ: হাদিস নং ৩৪-৩৭
৩. তাফসীরে রুহুল বায়ান ১০ম খন্ড ৪৮০ পৃ:



## সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

১.যে ব্যক্তি দুরাকায়াত নামায পড়বে, সুরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকায়াতে একবার সুরা রুদর, তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে,সে ব্যক্তি শবে রুদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ আলাইহিস সালাম -এর ন্যায় সাওয়াব দেওয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জাম্মাতী শহর দেওয়া হবে।<sup>১</sup>

২.হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি শাবে রুদরে দুরাকায়াত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ইখলাস সাতবার পড়বে এবং নামায শেষে,তাসাতাগফিরুল্লাহু আজীম আল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়ুল কায়ুম ওয়া আতু-বু ইলাইহিগ সন্তর বার পড়বে, তখন এই নামাযী মুসল্লা থেকে উঠার আগেই তার এবং তার মাতা পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।<sup>২</sup>

৩.যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে চার রাকায়াত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা রুদর তিন বার এবং সুরা ইখলাস সাতাশবার করে পড়বে,সে লোক সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় হয়ে যাবে এবং তার জন্য জাম্মাতে এক হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

### শাবে রুদরের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةً لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا  
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল ক্বাদরি মুতাওয়া জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

১.ফাযায়েলুল আহিয়াম ওয়াশ শহর ৪৪১-৪৪২পৃ:

২. তাফসীরে ইয়াকুব সরখী

## সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

### সাদকায়ে ফেত্ৰ

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে বুলতে থাকে,যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সাদকায়ে ফেত্ৰ আদায় না করে।<sup>১</sup>

### সাদকায়ে ফেত্ৰের পরিমান

হযরত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রমযানের শেষের দিকে বলেছেন,তোমরা সাদকা আদায় কর। এ সাদকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম।<sup>২</sup>

অর্ধ 'সা'গমের সঠিক হিসাব:- অর্ধ সা ইংরাজী অর্থে ১৭৫.৫০ রুপিয়া, আবার ১ রুপিয়া = ১১গ্রাম ৬৬৪ মিলি গ্রাম।<sup>৩</sup>

সংক্ষেপে এরূপ ভাবে হয়:-

-১/২ সা=১৭৫.৫০ রুপিয়া (তোলা)

১ রুপিয়া(১তোলা)=১১.৬৬৪ গ্রাম

১৭৫.৫০ রুপিয়া (১১.৬৬ X ১৭৫.৫০)= ২০৪৬.৩৩ গ্রাম বা ২ কিলো ৪৭ গ্রাম (প্রায়)

### সাদকায়ে ফিত্ৰ কার কার উপর ওয়াজিব

ওই সব স্বাধীন মুসলমান,পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা নিসাবের অধিকারী হয়। আর তাদের নিসাবও হাজতে আসলিয়ার (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) অতিরিক্ত হয়।<sup>৪</sup>

১.কানযুল উন্মাল ৮ম খন্ড ২৫০ পৃ:,হাদিস নং ২৪১২৪

২.সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ১৬২২

৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড,মাহনামা আশরাফিয়া আগষ্ট সংখ্যা,২০০৪,ফাতওয়া তারবিয়াতুল ই ফতা ১/৪৬৫পৃ:

৪. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯১ পৃ:

## সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

**মাসয়ালা:-**সাদক্বায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার জন্য আকেল (বিবেক সম্পন্ন)ও বালিগ পূর্ব শর্ত নয় ;বরং শিশু কিংবা উন্মাদ ও যদি নিসাবের মালিক হয়,তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবে।<sup>১</sup>

**সদক্বায়ে ফিতর দেওয়ার উত্তম সময় :-**ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বেই । যদি রমযানুল মুবারকের অন্য কোন দিনে,এমন কি রমযান শরীফের পূর্বেই কেও আদায় করে তাহলেও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে।<sup>২</sup>

**সদক্বায়ে ফিতর কাদের প্রদান করা যাবে:-**সাদক্বায়ে ফিতর তাকেই দিতে হবে, যাকে যাকাত দেয়া যায় । যাদের কে যাকাত দেয়া যায় না, তাদের কে ফিতরাও দেয়া যাবে না।<sup>৩</sup>

- 
১. রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩১২ পৃ:
  - ২.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯২ পৃ:।
  - ৩.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯৪ পৃ:।

## সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

### সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু  
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখৌ সালাম,  
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখৌ সালাম ।  
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,  
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখৌ সালাম ।  
দুর ও নাজদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান,  
কানে লাআলে কারামাত পে লাখৌ সালাম ।  
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,  
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখৌ সালাম ।  
জিস্ সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,  
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখৌ সালাম ।  
হাম গরীবোকে আকাপে বেহাদ দরুদ,  
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখৌ সালাম ।  
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা বুকী,  
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখৌ সালাম ।  
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,  
উস কী নাফিয় হুকুমাত পে লাখৌ সালাম ।  
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,  
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখৌ সালাম ।  
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,  
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখৌ সালাম ।  
মুবাसे খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,  
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখৌ সালাম ।